যুগান্তর

তারিখ 18 MAY 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

খুলনায় ছাত্রলীগের নেতৃত্ব পেতে লবিং-গ্রুপিংসহ নানা কৌশল

খুলনা ব্যুরো

দীর্ঘ চার বছর পর ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন খুলনা জেলা ও মহানগর ছাত্রলীগের সম্মেলন হতে যাচ্ছে। ৬ জুন অনুষ্ঠিত হবে খুলনা জেলা ও পর দিন ৭ জুন অনুষ্ঠিত হবে মহানগর ছাত্রলীগের সম্মেলন। আর এই সম্মেলনকে ঘিরে নেতৃত্ব প্রত্যাশীরা জোর লবিং-গ্রুপিং শুরু করে দিয়েছেন। নেতৃত্ব প্রত্যাশীরা খুলনা আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ ও ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতৃবৃন্দের কাছে ধরনা দিচ্ছেন। স্থানীয় শীর্ষ নেতারা তাদের স্ব স্ব দলীয় অবস্থান শক্ত রাখতে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানোর জন্য লবিং-গ্রুপিং করছেন।

মহাগর ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে বেশ কয়েকজনের নাম শোনা যাচ্ছে। তারা হলেন, বর্তমান নগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজালাল হোসেন সুজন, কেন্দ্রীয় নেতা আসাদুজ্জামান রাসেল ও হিরণ হাওলাদার। এরা সবাই সম্ভাব্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী। তবে যারাই ওই পদে নির্বাচিত হন না কেন তারা অবশ্যই আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেত্রী ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী বেগম মনুজান সুফিয়ান এমপি, নগর সভাপতি ও সাবেক মেয়র তালুকদার আবদুল খালেক এমপি ও নগর সম্পাদক মিজানুর রহমান এমপির আশীর্বাদপুষ্ট হবেন বলে জানা গেছে। এর বাইরে অন্য কোনো ছাত্রনেতার যোগ্যতা ও মেধা থাকলেও কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদ পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

অপরদিকে জেলা ছাত্রলীগের ওপর একক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এসএম মোস্তফা রশিদী সুজা ও তার অনুসারী সাবেক জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি শেখ আবু হানিফ ও অসিত বরণ বিশ্বাসের। তবে জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হারুনুর রশিদের অনুসারীরাও পদ পেতে লবিং-গ্রুপিংসহ নানামুখী তৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন। এ মুহূর্তে জেলা ছাত্রলীগের সম্ভাব্য সভাপতি পদে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা হলেন— হারুণ গ্রুপের সাইদুজ্জামান সম্রাট, সুজা ও হানিফ গ্রুপের আমিনুর রহমান, পলাশ মাহামুদ, পারভেজ হাওলাদার ও মেহেদী হাসান রাজা। সাধারণ সম্পাদক পদে সুজা গ্রুপের তসলিম হোসেন তাজ, মাহফুজুর রহমান সোহাগ ও মারুফ হোসেন। অপরদিকে হারুন গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী মো. ইমরান হোসেন। এরা সবাই জেলা ছাত্রলীগের কমিটিতে বিভিন্ন পদে রয়েছেন। জেলা কৌশল : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬

কৌশল : ছাত্রলীগের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রলীগের সম্ভাব্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগের মধ্যে রয়েছে ছাত্রত্ব শেষ হওয়া, বিভিন্ন ব্যবসা ও ঠিকাদারিতে জড়িত হওয়া। এছাড়াও কয়েকজনের বিরুদ্ধে মাদক ব্যবসাসহ বিভিন্ন অপরাধ কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগও রয়েছে।

এদিকে ছাত্রলীগের নেতৃত্ব পেতে যোগ হয়েছে বয়স কমানোর হিড়িক। এর মধ্যে এফিডেভিটের মাধ্যমে বয়স কমিয়েছেন অন্তত ডজনখানেক নেতা। বয়স কমানোর তালিকায় আছেন অনেকেই। যাদের ছাত্র হিসেবে পরিচিতির চেয়ে ব্যবসায়ী বা ঠিকাদার হিসেবে পরিচিতি অনেক বেশি। তবে তারা এফিডেভিটের মাধ্যমে বয়স কমানোর বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ২৯ বছর বয়স পর্যন্ত সংগঠনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা যাবে। এরপর আর ছাত্রলীগ করা যাবে না। সূত্র জানায়, দীর্ঘ প্রায় চার বছর পর খুলনা জেলা মহানগর ছাত্রলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ সময়ের মধ্যে অনেকের ছাত্রত্ব শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু আগে থেকেই তারা নেতৃত্ব পেতে আগ্রহী থাকলেও তারা তা পাননি। আবার অনেকে বর্তমান কমিটিতে থাকার পর এবার উচ্চ পদে যেতে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু তাদের বয়স শেষ পর্যায়ে। ফলে নেতৃত্ব পেতে বয়স কমানোর পথ বেছে নিয়েছেন তারা। এ ব্যাপারে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা এসএম রাসেল বলেন, এফিডেভিট করে বয়স কমিয়ে ছাত্রলীগ করা উচিত নয়। এটা করলে সংগঠনের ক্ষতি হবে।